সজীবের বোধদয়

আমরাই পারি নারীর বিরুদ্ধে সকল নির্যাতন বন্ধ করতে

১

২

একদিন সজীবের সাথে সকলে কলেজ কেন্টিনে বসলো। কেন্টিন একেবারেই ফাঁকা।
তোর কি হয়েছে বলতো? মন খারাপ কেন?
বিষয়টি ব্যক্তিগত। অন্য কাউকে বলা যায় না।

৩

নিশ্চয়ই তোর একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু আমরা সবচেয়ে কাছের বন্ধু, আমরাই পারি তোর সমস্যার সমাধান করতে।
এটি আমাদের পরিবারের ভিতরের কথা। বাবা-মার কথা।

৪

অনেক দিন থেকে দেখতাম বাবা কড়া গলায় মাকে ধমক দিচ্ছে। ভাবতাম বাবা সংসার চালায় এরকম করা বোধহয় তার অধিকার। কিন্তু দিন দিন মাত্রা বেড়ে গেছে। ইদানিং গায়েও হাত তুলছে। মা বাধা দিলে আরো বেশী করে করছে।

৫

আমি বাবাকে কোন কিছু বলতে পারছি না।
এদিকে মা'ও লজ্জায় আমার দিকে আর ভালো ভাবে তাকাতে পারেন না।
এই কষ্ট নিয়ে আর লেখাপড়া করতে মন চায় না। কি যে করি?

৬

হ্যাঁ, সমস্যাটি অনেক গভীরের। পুরুষ হিসাবে আমাদের মধ্যে এধরনের আচরণ রয়েছে।
বাবাকেও মাঝে মাঝে দেখি মা'র পছন্দ অপছন্দকে মুল্য দিতে চান না।

৭

এমন ঘটনা প্রায় সব পরিবারেই হচ্ছে।
আমরা কেউ এসব নিয়ে কথা বলি না।
ভাবি, এতে পরিবারের মর্যাদা কমে যাবে।
আমার মনে হয়,
পরিবারের একজন সচেতন সন্তান হিসাবে
আমরা কিছু একটা করতে পারি।

৮

আমরা নারী পুরুষের অধিকার ও সম্পর্ক নিয়ে যা শিখেছি, তা আমাদের বাবা মা'র সাথে আলোচনা করতে পারি।
আমরা কি করতে পারি?

৯

আসলেই আমরা তা করতে পারি। দেখি মামার সাথে কথা বলে তিনি কি বলেন?

১০

বাবা সজীব, বিষয়টি খুবই কঠিন। তোমার বাবা বেশ রাগী মানুষ। তুমি ছোট, তোমার কথা উনি কি শুনতে চাইবেন?

১১

মামা, বাবা নিশ্চয়ই শুনতে চাইবে না। শুধু তুমি আমার সাথে থাকবে।
তোমার এই ভালো উদ্যোগের সাথে আমি আছি।

১২

বাবা, পরিবার হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রের একটি অংশ। যেখানে আমরা কয়েকজন বসবাস করি। পরিবারে সকলের এক রকম মতামত কি থাকতেই হবে? কেউ কি ভিন্ন মত বা ভিন্ন ভাবে কিছু চিন্তা করতে পারবে না?
অবশ্যই তা পারে।

১৩

তাহলে, যখন কেউ নিজের মতামত অন্যের উপর চাপানোর জন্য শক্তি প্রয়োগ করে বা বিরূপ আচরণ করে সেটিকে তুমি কি বলবে? অন্যায় নাকি পরিবারের একটি নিয়মিত বিষয়।
এটি অন্যায়।

১৪

তুমি যখন মা'র সাথে কোন খারাপ আচরণ করো, তাহলে সেটি কি হবে?
এটি আমাদের নিজেদের বিষয়। তোমার দায়িত্ব হচ্ছে লেখাপড়া করা। যখন তুমি সংসার করবে তখন বুঝবে সংসার কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চাও।

১৫

বাবা, তুমি নিয়ন্ত্রণের কথা ভাবছো কেন? মা কিংবা আমরা কি সংসারের ভালো চাই না?
সজীব, তুমি আমাদের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা বলছো।

১৬

তুমি কিন্তু আবারও অন্যের মতামত শুনতে চাইছো না। শোন বাবা, যখন সরকারের কেউ অন্যের মতকে শুনতে চায় না, তখন যদি তাকে বলি হিটলার, তাহলে তোমার আচরণকে তুমি কি বলবে।

১৭

কি জানি বাবা,
মনে হয় সেটিও অন্যায়!

১৮

বাবা, তুমি হঠাৎ করেই তোমার আচরণ বদলাতে পারবে না।
তবে যদি দেখো তুমি মা'র ভিন্ন মত গ্রহণ করতে পারছো না
তখন কথা না বলে মা'র কথাগুলি একটু মনোযোগ সহকারে শোনার চেষ্টা করো।
দেখবে মা'ও অনেক পরামর্শ দিচ্ছেন যা আমাদের সংসারের সকলের উপকারে আসবে।
এমন না হলে তোমার রাগান্বিত মুখ দেখলে আমরা সবাই ভয় পাই। লেখাপড়ায় মন বসে না।

১৯

জানি না রাগ হলে কি যে হয়। সব কিছু ভেঙ্গে ফেলতে
ইচ্ছে করে। তোমার কথা গুলি ভালো তবে পালন করা অনেক বেশী কষ্টের।

আমাদের কথা

লিফলেটটি শিক্ষার্থী এবং যুব নারী-পুরুষের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। আমরা আশা করছি এটি পড়ার পরে একজন শিক্ষার্থী নিজ পরিবারে কিংবা আত্মীয় স্বজনের পরিবারে সংঘটিত পারিবারিক নির্যাতন বন্ধের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে আগ্রহী হবেন। শিক্ষার্থী নিজে প্রথমে একাধিকবার লিফলেটটি ভালভাবে পড়বেন এবং বোঝার চেষ্টা করবেন। বর্ণিত ঘটনার মত তার নিজ অথবা বন্ধুদের পরিবারে এমন ঘটনা ঘটছে কিনা? তারপর শিক্ষার্থী কাছের কয়েকজন বন্ধু নিয়ে লিফলেটটি আবার পড়বেন এবং আলোচনা করবেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে,

- **লিফলেটটি পড়ার পড়ে আপনার মনের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হয়েছে কি? হ্যাঁ হলে কি সেই প্রতিক্রিয়া?**
- **সজীব যখন বন্ধুদের সাথে আলোচনা করছে তখন তার মনের মধ্যে যে কষ্ট ছিলো তা অনেকাংশে কমেছে। - আপনি সজীবের জায়গায় হলে কি করতেন?**
- **আপনি কি মনে করেন সজীব যে উদ্যোগ নিয়েছে তাতে সে সফল হবে?**
- **পারিবারিক নির্যাতন বন্ধ করার ক্ষেত্রে আপনি কি কোন উদ্যোগ নেবেন? আপনার উদ্যোগের কথা কি বন্ধুদের সাথে আলোচনা করবেন?**

যদি কোন বিষয়ে জানতে আগ্রহ হয় তাহলে আমাদের ঠিকানায় চিঠি লিখুন। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে-

আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট সচিবালয়
৬/৪ এ, (তৃতীয় তলা), স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭।
ফোন: ৯১৩০২৬৫।
www.wecanendvaw.org